দলছুটের জবানবন্দি ৪

নন্দিনী হোসেন

১০ এপ্রিল ২০০৫

নিজের আশপাশের জীবন জগৎ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠার আগেই যে বিষয়টা বোঝতে শিখেছিলাম,তা হলো আমি যদি ও মানুষ কিন্তু একজন ছেলের মতো আমার নিজের জীবনের সব ব্যাপারে একই অধিকার আমার নেই। একজন ছেলের মতোই আমি ক্ষুধা তৃষ্ণা দুঃখ বেদনায় হাসি কাঁদি। ভালো লাগা মন্দ লাগা আমাদের একই ধরনের। আমি একটি ছেলের মতোই অনেক কিছু পারি, আবার অনেক কিছু পারি না। তবু আমাদের দুজনের মধ্যে যেন আকাশ পাতাল তফাৎ। আমি মানুষ ঠিকই ,কিন্তু সমাজ দ্বারা,ধর্ম দ্বারা নির্ধারিত বিকলাংগ মানুষ। আমার বয়সের একটি ছেলে আমার চেয়ে বহুগুন ক্ষমতা এবং অধিকার ভোগ করে। আমার বিচরণের ক্ষেত্র সমাজ এবং ধর্ম দ্বারা সীমিত করে দেওয়া হয়েছে। আমি নিজে কিছু বোঝে উঠার আগেই,নিজের স্বাভাবিক জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা নিজের জগৎকে উপলব্ধি করার আগেই, আমার ভিতর অত্যন্ত সুচতুর ভাবে একটি বোধ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি যে একটি ছেলের তুলনায় নীচু শ্রেণীর মানুষ, সেই বোধ। আমি বলবো না আমার পরিবারে অথবা ব্যক্তিগত ভাবে কেউ আমার সাথে এই জঘন্য আচরণটি করেছে। কিন্তু ব্যক্তি পর্যায়ে অনেকেই ইচ্ছেকৃত ভাবে এমন কাজ না করলে ও মেয়েদের অত্যন্ত অমানবিক ভাবে প্রতি পদে পদে দমন করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে পরোক্ষে হলে ও এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। একটি মেয়ে জন্মানোর পর থেকেই যেন এক অঘোষিত ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে যায়। সে কিভাবে হাটবে,কি ভাবে কাদঁবে,কিভাবে বসবে,কিভাবে কথা বলবে,কি ভাবে সাজবে ইত্যাদি ইত্যাদি। মোট কথা তার জীবনের হেন কোন বিষয় নেই,যেখানে নাক গলানো হয় না। এখানে আমার নিজের ব্যক্তিগত কিছু প্রসঙ্গের অবতারণা করেই আমার কথা গুলো বলার চেষ্টা করবো।

আভিজাত্য ,অহমিকায় মোড়া মিথ্যা জীবন ঃ- আমার এই সিরিজের লিখায় বেশ ক'বারই আমার মা বাবার কথা নানা প্রসংগে উল্লেখ করেছি। আজ আমার এই শেষ পর্বের লিখায় বাস্তবতার খাতিরে আমাকে আর ও কিছু কথা, তাদের ধ্যান ধারণার ব্যাপারে লিখতে হবে। যা আমার ব্যক্তি মানস কে ভয়ানক ভাবে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল অনেকটা সময় ধরে। যেমন আমার মার কিছু আচার আচরণ আমি কোনভাবে মেলাতে পারতাম না। তিনি একাধারে ছিলেন খুবই আধুনিক মনের একজন মানুষ। আবার ছিলেন কিছু কিছু ব্যাপারে ভয়ানক গোড়া। চলনে বলনে ছিলেন অত্যন্ত স্মার্ট আর ফ্যাশানবল। প্রচলিত অনেক কিছুই মানতেন না। ধর্মীয় বিধি বিধান পালনের ব্যাপারে তার মধ্যে কখনই তেমন কোন বাড়াবাড়ি দেখিনি। নামায রোযা করতেন ঠিকই,তবে খুব নিয়মিত নয়। মোল্লা মৌলবীর ব্যাপারে একটা অশ্রদ্ধার ভাব দেখেছি সব সময়। নানা ধরনের ব্যংগ বিদ্রুপ করতে ও ছাড়তেন না। অন্য দিকে তিনি আমাদের দুবোন কে মানুষ করার ব্যাপারে ছিলেন মাত্রাতিরিক্ত গোড়া। তার সর্বদা মনে সন্দেহ আশ পাশের সবাই না জানি আমাদের দুই বোন কে বিপথে নেবার জন্য কতই না ষড়যন্ত্র করছে ! পরিবারের মান সম্মান সব ধূলায় মেশানোর ষড়যন্ত্র। তাই তিনি আমাদের প্রায় অবরুদ্ধ করে রাখার যার পর নাই চেষ্টা করতেন। আমি আমার মার আচরণের এই অস্বাভাবিকতা যখন আজ বিশ্লেষণ করি,তখন মনে হয় আমাদের ব্যাপারে এত গোড়া হবার কারণ তার *মান সম্মান* বিষয়ে এক ধরনের মারাত্মক রকম শুচিবায়ুগ্রস্থতা। যার জন্য তিনি নিজের অজান্তেই আমাদের অনেক ক্ষতি করেছেন। আমার ভাই দের ব্যাপারে তার এমন ধারা উদগ্র মান সম্মানের প্রকাশ দেখি নি।

যদিও তিনি খুব কম লোক কেই নিজেদের সমকক্ষ মনে করতেন। তার পিতা তৎকালীন ব্রিটিশ শাসিত ভারতের ম্যাজিস্ট্রেট,পিতামহ জমিদার তায় আবার সৈয়দ। তিনি মনে করতেন তার শরীরে যে রক্ত প্রবহমান,তা পূর্ব বাংলার চাষাভুষা বাংগাল (আমার মার ভাষায়) দের থেকে আলাদা। আমার মাকে দোষ দিয়ে আসলে লাভ নেই। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে যা দেখেছি,আমার নানা বাড়ির সবাই এমনই এক ধরনের অহমিকার মধ্যে বাস করতেন। আমার সেই বাচ্চা বয়সে ও তাদের সব কথা বার্তা চাল চলন অনেকটা অসুস্থ্য বলে মনে হতো। আমার মনে নিজের অবচেতনেই এক ধরণের বিতৃষ্ণার জন্ম দিত। এ দিকে সত্যি কথা বলতে কি,আমার বাবা ও কিন্তু কম যান না। সৈয়দ না হলে কি হবে,তিনি ও যে হিন্দু অভিজাত জমিদার বংশ থেকে এসেছেন এ কথা ভূলতে পারতেন না। তখন ও যে তাদের প্রতাপ কিছু মাত্র কম নয় এই কথা ভেবে তিনি নিজেকেও কিছু কম মনে করতেন না। বংশের ব্যাপারে তার নিজের ও এক অদ্ভুত অহমিকা ছিল। যদি ও তিনি আমার মার চেয়ে অনেক উদার মন মানসিকতার মানুষ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন,পরে বিলেত যান উচ্চশিক্ষার্থে। জীবনে বহু মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন। বহু মানুষ কে সাহায্য সহযোগীতা ও করেছেন । অনেক সফল একজন মানুষ। মোটকথা মা বাবা দুজনেই আধুনিক মানুষ হলে ও আমাদের দু বোনের ব্যাপারে তাদের মধ্যে আশ্চর্য্য রকম মিল দেখতে পাই আমি। আমরা দু বোন কিছু একটা করে বংশের জাত কূল না ঢুবিয়ে বসি এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে যে মানসিকতা দেখি,তা আমি অন্তত কখন ও মেনে নিতে পারিনি। কোথায় কত টুকু কি করতে পারবো এসব ব্যাপারে কড়া আদেশ নিষেধ তো ছিলোই,তারপর ও মা এমন আচরণ করতেন মাঝে মধ্যে তাতে মনে হতো,আমরা মানুষ নই। Fragile মানুষ্য আকৃতির দুটি পুতুল। কেন ? শুধু মাত্র মেয়ে বলেই তো ! যেন কোন ভাবেই এই পুতুল রা তাদের মান সম্মানের ব্যঘাত না ঘটাতে পারে ! আমার ভাই যদি ও আমাদের চেয়ে ছোট,কিন্তু তার ব্যাপারে কখন ও এত কড়াকড়ি আরোপ করতে দেখি নি। সব চেয়ে মজার ব্যাপার হলো,আমরা দু বোন যখন কোথাও বেড়াতে যেতাম, হয়তো হেটে গেলে ও মাত্র দুই মিনিটের রাস্তা তবু সাথে আমার ভাইকে দেওয়া হতো আমাদের পাহারা দেওয়ার জন্য ! এই টুকু বাঁচ্চা ছেলে,তার ও কত বড় দায়িত্ব আমাদের তুলনায় !

বজ্র আটুঁনি ফস্কা গেরো ঃ- বজ্র আটুঁনি আর ফস্কা গেরো বলে একটি প্রবাদ আছে না? প্রবাদ টি আমি অক্ষরে অক্ষরে কাজে লাগানোর তালে থাকতাম ! যত বড় হতে লাগলাম,আটুঁনি টা যত বজ্রের মত হতে লাগল,আমি ততই গেরোর ফস্কা দিয়ে পিছলে যেতে চাইতাম। এটাই মানুষ্য ধর্ম কি না ! কারণ আমার বাবা মার মাত্রাতিরিক্ত শাসনে যখন হাঁপিয়ে উঠতাম,তখন আমি নিজেই নানা ফন্দি ফিকির করতাম একটু মুক্ত আলো হাওয়া ফুসফুসে ভরার জন্য। মা বাবার প্রচন্ড ব্যক্তিত্বের পাশে নিজের কথা সাহস করে কিছুই বলতে পারতাম না। যখন কিছু বলতে হতো,তখন মিন মিন করে বলতাম। আমাদের উপর যেমন ছিল তাদের কঠিন শাসন,তেমনি ছিল অনেক প্রত্যাশা। যেমন,পড়াশুনায় এমন ফাটাফাটি কিছু করব,যে তাক লেগে যাবে দুনিয়া !কিন্তু সে আশায় তাদের গুড়েবালি। শুরু টা ভালো হলে ও শেষ টা তেমন ভালো হয় নি। কোন মতে টেনে টুনে কুড়িয়ে কুড়িয়ে চলেছি শেষ পর্যন্ত। এমনটা হয়ত হতো না,যদি না তাদের এমন পর্বত প্রমান প্রত্যাশা না থাকতো। নিজের পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলাম। খালি ফাঁকি দেওয়ার ধান্ধা করতাম। একটু খানি মুক্তির জন্য সারাক্ষন ছটপট করতাম। ছোট্ট মাথায় বিচিত্র সব পরিকল্পনা তৈরী হতো। কিছু তার কার্য্যে পরিণত করা যেতো। বেশীর ভাগ মনের ভিতরই ছটপট করতে করতে অক্কা পেতো !

পাঠ্য বই ফেলে রেখে এত শাসন আর রক্ত চোখেঁর মধ্যে ও সুযোগ ফেলেই নিজের ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে (নিজের বোন সহ কিছু কুচোকাচা কাজিন আর যৎ কিঞ্চিত বন্ধু বান্ধবের দল,মায় কাজের মহিলাদের ছোট বাচ্চারা পর্যন্ত) নাটক করতে লেগে যেতাম। নাট্যকার ,পরিচালক অভিনেতা সব নিজেই। কি যে লিখতাম এখন আর কিছুই মনে নেই। তবে মাঝে মাঝেই যে কথা টি মনে পরলে এখন ও হাসি দমন করতে পারি না,তা হচ্ছে ক্লাস সিক্স/সেভেনে পড়াকালীন প্রথম যে উপন্যাস টি পড়ি তা হচ্ছে কাজী নজরুল ইসলামের রিক্তের বেদন। বই টি পড়ে আমি এতো ই মুগ্দ্ব হলাম যে, বড় হয়ে একদিন আমি এই কাহিনী নিয়ে ফিল্ম বানাবো এই রকম একটি প্রতিজ্ঞা করে বসলাম। শুধু তাই নয়,বইটির মার্জিনে লিখে রাখলাম কোন চরিত্রে কাকে কাকে নেবো ! কিন্তু আমি ছবি করতে করতে এরা এই সব চরিত্রে অভিনয় করার জন্য কতখানি উপযুক্ত থাকবেন তা আর মাথায় আসে নি। তবে মজা পাই,যে ঘটনা টি মনে পরলে তা হলো,তখন একটা ঘটনা উপলক্ষে মনে যখন খুব দুঃক্ষ দুঃক্ষ ভাব,তখন হটাৎ করে মনে হলো আমি ও উপন্যাস লিখবো এবং নাম দেবো বিদায়ের বেদন ! এবং সত্যি সত্যি তাই করেছিলাম। প্রতিদিন স্কুল থেকে ফিরেই পড়ার রুমে প্রবেশ করে অতি গোপনে একটি মোটা খাতা বের করে লিখতে বসতাম। সব সময়ই ধরা পড়ার ভয় ছিলো। আমার মা'র যে রকম চোঁখ কান খোলা আমাদের ব্যাপারে,যখন তখন হানা দিতেন পড়ার ঘরে কি করছি দেখতে। অবশ্য আমি ভান করতাম খুব পড়াশোনায় ব্যস্ত আছি। পাতার পর পাতা লিখে লিখে হয়রান হয়ে যাচ্ছি। কতই না পড়াশুনার জন্য খাটাখাটুনি করে মরছি ! অবশেষে একদিন মোটামোটি বৃহৎ এই উপন্যাস শেষ ও হলো। তবে অতীব দুঃখের বিষয় হল, কি নিয়ে লিখেছিলাম এবং নাম টি কি দিয়েছিলাম এই দুই বিষয় ছাড়া আর একটি বর্ণ ও আমার মনে নেই কি ছিল সেই লিখায়। অনেক অনেক পরে এই লিখা টি অনেক খুঁজেছি,কোথাও পাই নি। জানার ভীষণ ইচ্ছা হয় মাঝে মাঝে কি লিখতাম এতো, দিনের পর দিন এই খাতা টির মধ্যে ! যা হোক। এ সবই ছিল আসলে কঠিন শাসনের ভিতর আমার বেচেঁ থাকার রসদ। এত কিছুর মধ্যেও আশ্চর্য্যজনক ভাবে সত্য কথা হলো নিজেকে মেয়ে বলে কখনই দীন হীন কিছু ভাবতাম না। নিজেকে মানুষই ভেবেছি,এবং মানুষ হিসেবে নিরন্তর তৈরীর চেষ্টা করে চলেছি আজ ও।

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা ঃ- এ রকম একটা নাম দেওয়াই হবে যুতসই আমার এই লিখাটির। কারণ একেই তো বলতে গেলে প্রায় বন্ধি জীবন যাপন করি,তার উপর নিত্য নতুন বিশ্ব প্রেমিকদের বেনামী সব চিঠি আসতে লাগলো !পথে ঘাটে উপদ্রপ ও এতোই বেড়ে গেলো যে আমার মা'র বদ্ধমূল ধারণা হলো,তাদের সম্মানে কলংক লেপনের জন্যই বোঝি বা আমার জন্ম হয়েছে ! আমিই যেন এই সব প্রেমিকদের ইন্ধন যোগাচ্ছি তলে তলে ! মোট কথা কোন ছেলে কি করছে,দোষ তার নয়। দোষ হচ্ছে আমার। কারণ আমি মেয়ে !মেয়ে হয়েছি এটাই আমার প্রধান অপরাধ ! আমার মার কথায় আচার আচরণে মনে হতো আমি ভয়ানক কোন পাপী ! আমি মেয়ে না হয়ে ছেলে হলে তার জন্য এমন দুশ্চিন্তার কারণ হতাম না। মেয়ে বলেই সামান্য কিছুতেই আমার অপরাধের মাত্রা বহুগুন বেড়ে যায়। আমার আধুনিক মা এবং অতি আধুনিক বাবার মন মানসিকতার গভীরে কত খানি গোড়ামী লুকিয়ে আছে তা অনুধাবন করতে পারলাম যেন সেই প্রথম। সেই থেকে নিজের ভিতর ও এক ধরনের দ্রোহের অস্তিত্ব টের পেলাম। আমি মেয়ে সেই জন্য সব দোষ আমার হবে কেন? সেই দ্রোহের আগুনে পুড়ে আজ অনেক টা পথ পারি দিয়ে এসেছি। এখন ভাবতে গর্ববোধ করি আমি মানুষের তৈরী, ধর্মের নামে, সমাজের নামে,টুনকো মান সম্মানের নামে কখনই কোন মানুষ কে বিচার করি না। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ কে তার কর্মের ভিতর সতন্ত্র একজন মানুষ হিসেবে দেখি। এবং এই শিক্ষাটাই আমি আমার দুই ছেলে মেয়েকে দিয়ে যাচ্ছি অহরহ। নারী পুরুষ ,উচ্চ নীচ,জাতি ধর্ম বলে আমার ভাষায় কিছু নেই। থাকা উচিত ও নয়।

থেমে গেলাম এখানেই। শেষ কি হয় ,তবু কোথাও না কোথাও তো থামতেই হয়................।